মোঃ মাহবুব আহমেদ
যুগ্ম-সচিব
ও
পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

ডি.ও.নং- ১২.০২.০০০০.০০১.১৮.৩৪৫.১৪-২৯

তারিখ ঃ ১৩/০১/২০১৫ খ্রিঃ

কালের পরিক্রমায় সফলজনকভাবে আমরা একটি বছর পার করে নতুন বছরে পদার্পন করেছি। ফেলে আসা বছরে আমাদের সামগ্রিক সাফল্যে অনেক–কিছু পেয়েছি আবার কিছু হারিয়েছি। জাতীয় মানদন্ডে এটি একটি সফল বছর বলা গেলেও আমাদের প্রাপ্তি আশানুরুপ নয়। তবুও এই কর্মযজ্ঞ সাফল্যের অংশীদার আমরা সবাই। এজন্য সকলকে ধন্যবাদ।

২। এই সময়ে আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা দুই-ই রয়েছে। বিগত বছরে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের লক্ষ্যে এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মার্কেটগুলো সফলভাবে পরিচালনা করার প্রচেষ্টায় কিছুটা সফল হয়েছি। বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় প্রায় ৩৩০০০ হাজার সফল উদ্যোক্তার সাথে সংযোগ রক্ষা, ঋণপ্রাপ্তি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৪৮৬৭ হাজার কৃষকের ৫৫৬৯ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ২৫১৭.৫৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান ও আদায়ে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দেশের ৮০০টি রেগুলেটেড মার্কেট ও বাজার অবকাঠামো পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। কৃষক/ভোক্তা/ব্যবসায়ী/সুপারসপ/প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে Backward ও forward linkage স্থাপন ও তাদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা প্রচলন Value addition ও Supply chain management এর মাধ্যমে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দ্যেশ্যে ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১২০০ কৃষক বিপণন দল গঠন ও তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সেন্ট্রারগুলোতে Value addition ও প্রসেসিং সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এর পাশাপাশি কৃষি বিপণন আইনের আধুনিকায়ন, নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণসহ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। আশা করা যায় সহসাই এর একটি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে।

৩। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত দক্ষ জনবল কাঠামো প্রয়োজন। তা না হলে চুক্তিবদ্ধ ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্বল্প জনবল ও সামর্থ্য নিয়ে আমাদেরকে Value chain ও Supply chain develop এর কাজ আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্নের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্যোগ বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করতে হবে। বর্তমানে বাজার তথ্যের সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রচারণা কার্যক্রম Digitalize করার লক্ষ্যে web site উন্নয়ন ও Data সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচারের system এর উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এই System উন্নয়ণর কাজ সম্পন্ন হলে Mobile base data সংগ্রহ ও প্রচার এবং Display scrolling board স্থাপন সম্ভব হবে। এছাড়া শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের নূন্যতম মূল্য নির্ধারণ ও প্রক্ষেপণ, মানসম্মত কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণন, কৃষিপণ্যের বিকল্প ব্যবহার ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর যৌথ উদ্যোগ ও উদ্দীপনা অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

৪। বিগত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আপনারা নিরলস কাজ করছেন এবং কিছুটা হলেও মাঠ পর্যায়ে কর্মদক্ষতা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। এই কর্মপ্রেরণাকে আরো উজ্জীবিত ও স্থিত ইমেজের উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক একটি আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা ও কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। আশা করা যায় উল্লেখিত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করা গেলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি অধিক কল্যাণমুখী অধিদপ্তরে পরিণত হবে এবং দেশের উন্নয়নে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে আমরা নিজেরাও গৌরবান্বিত হতে পারব। আসুন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি, সম্মিলিতভাবে অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবার।

শুভেচ্ছান্তে

(মোঃ মাহবুব আহমেদ)